আকীদা সংক্রান্ত দশটি মাসআলা যা না জানলেই নয়

সংকলনে

আবনাউত তাওহীদ

আকীদা সংক্রান্ত দশটি মাসআলা যা না জানলেই নয়

সংকলনে

আবনাউত তাওহীদ

পরিবেশনায়

/darul.irfan.bn

উ।ৎ।স।র্গ

- সাম্প্রতিক সময়ের ঐ সকল খারেজীদের প্রতি যারা মানুষকে তাকফীর করতে ভালবাসে এবং অন্যায়ভাবে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করে।
- ঐ সকল মুরজিয়াদের প্রতি যারা নিজেরা গোমরাহ এবং অন্যকে গোমরাহ করে।
- আমাদের ঐ সকল তাওহীদবাদী মুসলিম ভাইদের প্রতি যারা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং আকীদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

এদের সকলের প্রতি কিতাবটি উৎসর্গ করা হল- যাতে এটা সকলের হেদায়াতের জন্য ওসীলাহ হয়।

সংকলকের কথা

দীনের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা এবং তাগুতকে অস্বিকার করা। সুতরাং দীনের মূল বিষয় জানা এবং তার উপর আমল করা ব্যতীত কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে ইসলামের পথে চলতে পারবে না এবং ইসলামের ছায়াতলে উপনিত হতে পারবে না।

তাওহীদই হচ্ছে দীনের মূল ভিত্তি এবং এর উপরই নির্ভর করে দীনের অন্য সকল বিষয়াদি। তাওহীদ ঠিক হওয়া ব্যতীত ঈমান সঠিক হবে না আর ঈমান সঠিক না হলে কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই সর্বপ্রথম আমাদের ঈমান ও আকীদা ঠিক করতে হবে।

আমরা যেন ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদি জেনে তার উপর আমল করতে পারি সে লক্ষেই 'আকীদা সংক্রান্ত দশটি মাসআলা' নামক বইটির সংকলন। আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের মাধ্যমে আমাদের সকলকেই উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

আবনাউত তাওহীদ

সূচি

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. أما بعد....

প্রিয় রাসূল সা. বলেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم

'ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।' [ইবনে মাজাহ]

ইমাম বায়হাকী রহ. এই হাদীসের সাথে আরেকটু কথা সংযুক্ত করে বলেন,

فانما أراد-والله أعلم-العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله.

'নিশ্চয় তিনি (রাসূল স.) এর মাধ্যমে সাধারণ ইলম উদ্দেশ্য নিয়েছেন; (আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন) যা জানা থাকা (শিক্ষা করা) প্রত্যেক বদ্ধিমান প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের একান্ত কর্তব্য।' [আল মাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা]

ইমাম শাফেয়ী রহ. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইলম (জ্ঞান) কী জিনিস? মানুষের উপর তার কতটুকু অর্জন করা ফরজ?
প্রতিউত্তরে তিনি বলেছিলেন, ইলম দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি এমন যা কোন বুদ্ধিমান প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের অজানা থাকলে চলবে না; বরং সকলেরই তা জানা থাকতে হবে। এটা ফরজ। এই ইলম কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান আছে। তা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। [আর-রিসালাহ লিশ শাফেয়ী]

আহলে ইলমগণ (বিজ্ঞজনেরা) সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, শরয়ী ইলম ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে দুই প্রকার।

১. ফরজে কিফায়া। অর্থাৎ, এমন ইলম যা শিক্ষা করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে তাদের মধ্য থেকে একটি দল বা জামাআত এই ইলম প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা করলে সকলের পক্ষ থেকে এই ফরজ আদায় হয়ে যাবে এবং তারা বিশেষভাবে সম্মানিত ও সওয়াবের অধিকারী হবে এবং অন্যরাও ফরজ আদায় না করার গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি সকলেই এই ইলম শিক্ষা করা ছেড়ে দেয় তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন, কুরআনে কারীম হিফজ (মুখস্ত) করা, তার তাফসীর শিক্ষা করা, হাদীস ও উসূলে হাদীস, ফিক্হ ও উসূলে ফিকহ্ ইত্যাদি ইলম অর্জন করা ফরজে কিফায়া।

২. ফরজে আইন তথা এমন ইলম যা শিক্ষা করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধিমান লোকের উপর ফরজ। যে এই ইলম শিক্ষা থেকে বিরত থাকবে সে গুনাহগার হবে। এবং এর জন্য আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

সুতরাং, এখানে আমরা আকীদা সংক্রান্ত এমনই দশটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো; যা জানা থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর একান্ত কর্তব্য।

প্রথম মাসআলা: তিনটি মৌলিক বিষয়

যে তিনটি মৌলিক বিষয় সকলেরই জানা থাকতে হবে তা হল: এক. আমার প্রভু কে? দুই. আমার ধর্ম কী? তিন. আমার নবী কে? এই মৌলিক তিনটি বিষয় সকলকেই জানতে হবে। অর্থাৎ যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার প্রভু কে? উত্তর হবে, আমার প্রভু হলেন আল্লাহ; যিনি আমাকে এবং মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি

করেছেন। আর তিনিই আমাদের লালন পালন করেন এবং তিনি ব্যতীত আমাদের আর কোন মাবূদ বা উপাস্য নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করি।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার ধর্ম কী? তাহলে উত্তর হবে, আমার ধর্ম ইসলাম। আর এটা হল মহান আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করা এবং সকল প্রকারের শিরক ও আহলে-শিরক থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া।

আর যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার নবী কে? তাহলে এর উত্তর হবে, আমাদের নবী হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম। হাশেম আরবের-শ্রেষ্ঠ কোরাইশ বংশের লোক। আর আরব ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম আ. এর বংশধরদের বসতি।

দ্বিতীয় মাসআলা: দীনের ভিত্তিমূল দুটি

১. এক আল্লাহর শিরিকমুক্ত ইবাদত এবং এর প্রতি আহ্বান। এর সাথে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক এবং এর পরিত্যাগকারীকে কাফের সাব্যস্ত করা।

২. ইবাদতে শরিক স্থাপনের ভয়াবহতা তুলে ধরা। এক্ষেত্রে কঠোর হওয়া। যারা এ জঘন্য পাপে লিপ্ত, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ ও তাদের কাফের সাব্যস্ত করা।

এ মূলনীতি থেকেই ‘ওয়ালা ওয়া বারা’ তথা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার অলঙ্ঘনীয় বিশ্বাস প্রমাণিত হয়। এই আকীদাই- দীনের ভিত্তিতে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য রেখা টেনে দেয় এবং ভূমি বা জাতীয়তাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। এ বিশ্বাসের সূত্রেই একত্ববাদী মুসলিম আমার দীনি ভাই। তার সাথে সুসম্পর্ক ও তার সহযোগিতার ব্যাপারে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ; চাই পৃথিবীর যে প্রান্তেই তার নিবাস হোক। অপরদিকে, কাফের মুরতাদ যত নিকটজনই হোক; সে আমার শত্রু।

তৃতীয় মাসআলা: لا إله إلا الله এর অর্থ

সকল মুসলমানের কালিমায়ে তাওহীদ لا إله إلا الله এর অর্থ ভালভাবে জানা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কালিমায়ে তাওহীদ لا إله إلا الله -ইসলাম ও কুফ্‌রের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কালিমা। এটা কালিমায়ে তাকওয়া, উরওয়ায়ে উসকা- তথা শক্ত হাতল। এর অর্থ না জেনে না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলে এবং তার দাবি না মানলে– এর হক আদায় হবে না। অর্থাৎ, মুমিন হওয়া যাবে না। কেননা মুনাফিকরাও এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করে। অথচ তারা জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে।

لا إله إلا الله এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার অর্থ জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। এই কালিমাকে ভালবাসতে হবে এবং এই কালিমাকে যারা ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। পক্ষান্তরে ঐ সকল লোকদের ঘৃণা করতে হবে যারা এই কালিমাকে গ্রহণ করেনি এবং এই কালিমার সাথে শত্রুতা স্থাপন করে। সর্বোপরি, যারা এই কালিমা অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

لا إله إلا الله এই কালিমার দুইটি অংশ:

১. لا إله -না বাচক অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যে কোন ধরণের ইবাদত উপাসনা পরিহার করতে হবে।

২. إلا الله -হ্যাঁ সূচক অর্থাৎ, সব ধরণের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে। অন্য কাউকে তাঁর সাথে সামান্য পরিমাণও শরিক করা যাবে না।

لاإله إلا الله -এই কালিমার দাবি হল **محمد رسول الله** এর সাক্ষ্য দেওয়া। আর **محمد رسول الله** এর সাক্ষ্যদানের যথার্থতা তখন বাস্তবায়িত হবে যখন নবীজি সা. যা আদেশ করেছেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মানা হবে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা সম্পূর্ণ পরিহার করা হবে।

চতুর্থ মাসআলা: কালিমায়ে তাওহীদের শর্তসমূহ

আল্লাহ তাআলা কালিমায়ে তাওহীদ **لاإله إلا الله** কে ইসলামে প্রবেশের প্রতীক বানিয়েছেন এবং এটাকে বানিয়েছেন জান্নাতে প্রবেশের মূল্য বা বিনিময় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। কিন্তু এই কালিমা তার পাঠককে কোন উপকার করবে না যতক্ষণ না সে এর শর্তসমূহ আদায় করে। একবার হাসান বছরী রহ. কে প্রশ্ন করা হল, শায়েখ! কিছু লোক যে বলে, **من قال لاإله إلا الله دخل الجنة** 'যে ব্যক্তি **لاإله إلا الله** পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

প্রতিউত্তরে শায়েখ বলেছিলেন, **من قال لاإله إلا الله فأدى حقها و فرضها دخل الجنة** 'যে ব্যক্তি কালিমা পাঠ করল এবং তার হক ও ফরজ আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম- ইবনে রজব হাম্বলী]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহকে প্রশ্ন কার হল,

أليس لاإله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، و لكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فان جئت بمفتاح له أسنان فتح لك و إلا لم يفتح لك. وأسنان مفتاح الجنة هى شروط لاإله إلا الله

'**لاإله إلا الله** কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি উত্তরে বললেন,'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে প্রতিটি চাবিরই কিছু দাঁত থাকে। সুতরাং তুমি যদি দাঁতবিশিষ্ট চাবি নিয়ে আসো তাহলে তোমার তালা খোলবে অন্যথায় তালা খোলবে না। আর জান্নাতের চাবির দাঁত হল لاإله إلا الله এর শর্তসমূহ।'

لاإله إلا الله এর শর্ত মোট সাতটি:

১. **العلم** (ইলম) অর্থাৎ কালিমার না সূচক ও হ্যাঁ সূচক অর্থ ভালভাবে জানা।

২. **اليقين** (ইয়াকীন) কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া কালিমাকে বুকে লালন করা।

৩. **الإخلاص** (ইখলাস) পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এই কালিমা গ্রহণ করা।

৪. **الصدق** (সিদ্‌ক) সত্যবাদিতা –এটা **الكذب** (কিজব) মিথ্যার বিপরীত।

৫. **المحبة** (মুহাব্বত) ভালবাসা। অর্থাৎ, এই কালেমার জন্যই কাউকে ভালবাসা, এর চাহিদা পূরণ করা এবং এ কালিমা পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করা।

৬. **الانقياد** (ইনকিয়াদ) আত্মসমর্পণ করা। একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এই কালিমার প্রতিটি হকের সামনে নিজেকে সমর্পিত করা।

৭. **القبول** (কবুল) এটা **الرد** তথা প্রত্যাখ্যানের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

কালিমার এ সকল শর্তসমূহের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে।

পঞ্চম মাসআলা: 'নাওয়াকেজে ইসলাম' তথা ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ

যে সকল বস্তু মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে মুরতাদে পরিণত করে; এককথায় যে সব কারণে মানুষ মুরতাদ হয় তা অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দশটি:

১. **الشرك** (শিরক) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরিক করা।

২. আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর মাঝে ওয়াসিতা তথা, মাধ্যম হিসেবে অন্য কাউকে গ্রহণ করা। তাদের কাছে প্রার্থনা করা, শাফাআত কামনা করা এবং তাদের উপর নির্ভর করা ইত্যাদি।
৩. মুশরিকদের কাফের না বলা। তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করা, অথবা তাদের মতাদর্শকে সত্য মনে করা।
৪. রাসূল সা. এর নির্দেশনার চেয়েও অন্য কারো নির্দেশনাকে আরো পরিপূর্ণ মনে করা। অথবা তাঁর হুকুমের চেয়ে অন্য কারো হুকুম আরো সুন্দর মনে করা।
৫. রাসূল সা. এর আনিত দীনের কোন কিছুকে অপছন্দ করা।
৬. আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করা।
৭. জাদু করা।
৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা।
৯. মনের মধ্যে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, কিছু মানুষ আছে যারা রাসূল সা. এর আনিত শরীয়ত মানতে বাধ্য নয়; বরং তাদের জন্য এই শরীয়ত থেকে বের হওয়ার অবকাশ আছে। যেমনিভাবে খিজির আ. মুসা আ. এর শরীয়তের বাইরে ছিলেন।
১০. আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হয়ে থাকা। তা শিক্ষা না করা এবং তার উপর আমল না করা।

বি: দ্র: এ বিষয়গুলো ঐকান্তিকভাবে করুক বা ঠাট্টাছলে করুক কিংবা কোন কিছুর ভয়ে করুক- ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি কাউকে বাধ্য করে করানো হয় তাহলে অন্য কথা। অর্থাৎ এমতাবস্থায় ঈমান নষ্ট হবে না।

ষষ্ঠ মাসআলা: তাওহীদের প্রকারসমূহ

তাওহীদ মোট তিন প্রকার:

১. **توحيد الربوبية** তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ।

২. **توحيد إالالوهية** তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

৩. **توحيد إلا سماء و الصفات** তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

১. **توحيد الربوبية** তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলা হয়, যে সকল গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই খাস সেগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করা। যেমন- একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রিযিক দাতা; এই মহাবিশ্বের পরিচালকও একমাত্র তিনিই।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হল- মানুষ স্বভাবগতভাবেই তাওহীদের এই প্রকারটাকে মেনে নেয়। অর্থাৎ, তারা বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রিযিকদাতা এবং যাবতীয় বিষয়ের পরিচালক। আর তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। মানুষ এর সব কিছুই স্বীকার করে এবং মেনে নেয় যে আল্লাহ তাআলাই সব কিছুর পরিচালক। এমনকি ঐ সকল কাফেররা পর্যন্ত এটা স্বীকার করে, যাদের বিরুদ্ধে রাসূল সা. সরাসরি যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের জান ও মালকে হালাল করে দিয়েছেন। যেমনটি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالا رْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالا بْصارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الا مْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো- তারপরেও ভয় করছ না' -সুরা ইউনুস: **৩১**

বি: দ্র: শুধুমাত্র তাওহীদের এই প্রকারটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই ইসলামে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ না তাওহীদুল উলূহিয়্যাত এবং তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের প্রতি ঈমান আনা হয়।

২. **توحيد إلالوهية** তাওহাদুল উলূহিয়্যাহ বলে, বান্দা স্বীয় কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়া। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা। যেমন- প্রার্থনা, মান্নত, কুরবানী, আশা-আকাঙ্খা, ভয়-ভীতি, সাহায্য কামনা, সম্মান প্রদর্শন, রুকু-সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। অর্থাৎ, বান্দা তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করলে, তবেই মুসলমান হতে পারবে। আর যদি এ সকল ইবাদত অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন অথবা, কিছু আল্লাহ তাআলার আর কিছু অন্য কারো জন্য করে- তাহলে সে মুসলমান ও ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ, সে শিরকের মধ্যে লিপ্ত। আমরা সব ধরণের শিরক থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাকে তাওহীদুল ইবাদতও বলা হয়। আর এর জন্যই সমস্ত নবী রাসূলগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তাঁরা সকলেই তাদের কওমকে তাওহীদুল ইবাদতের মাধ্যমেই দাওয়াত শুরু করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي إلا رْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।' -সূরা নাহল: ৩৬

নূহ, হুদ, শুআইব, সালেহ আ. প্রমুখ নবীগণ তাদের সম্প্রদায়কে এই বলে দাওয়াত দিয়েছেন যে,

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.........﴾

'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। -সুরা আরাফ: ৫৯,৬৫,৭৩,৮৫

তাওহীদের এই প্রকারটির কারণেই পূর্বের এবং পরের নবী রাসূলগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণেই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা. কুরাইশ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুজাহিদগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।

৩. **توحيد الأسماء و الصفات** তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলা হয়, কোন ধরণের তাহরীফ (বিকৃতি সাধন) তা'তীল (নিষ্ক্রিয়করণ) এবং তামছীল (সাদৃশ্য প্রদান) ব্যতীত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার নামসমূহ এবং গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এ সকল নাম ও গুণাবলির প্রতি আমাদের ঠিক ঐ রকম বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যেমনটি আমাদের সালফে সালেহীনগণ করেছেন। নাম ও গুণাবলির মধ্যে সমান্য কম-বেশী করার অধিকার কারো নেই। কেননা তাঁর নাম ও গুণাবলী নির্ধারিত। কুরআন ও হাদীস থেকে আমাদের তা জেনে নিতে হবে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী থেকে এখানে আমরা কিছু উল্লেখ করছি। তাঁর নাম যেমন- রহমান, রাহীম, সামী, বাছির, ছমাদ, আহাদ ইত্যাদি।

তাঁর গুণাবলী যেমন- তিনি পরম দয়ালু, মহা পরাক্রমশালী, শক্তিমান ইত্যাদি।

সপ্তম মাসআলা: শিরকের প্রকারভেদ

শিরক মোট দুই প্রকার: এক. শিরকে আকবর; দুই. শিরকে আসগর।
শিরকে আকবর: শিরকে আকবর অনেক বড় অপরাধ যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। এই শিরক থাকা অবস্থায় বান্দার কোন নেক আমলও কবুল হবে না। এই শিরক মানুষকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এর কারণে মানুষ চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরিক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ; যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন মহা আপবাদ আরোপ করল।' -সূরা নিসা: ৪৮

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

'নিশ্চয়ই যে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন, আর তার স্থান হবে জাহান্নাম।' -সূরা মায়েদা: ৭২

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'যদি আপনি শিরক করতেন, তবে অবশ্যই আপনার আমল বাতিল হয়ে যেত এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতেন।' -সূরা যুমার: ৬৫

শিরকে আকবর চার প্রকার:
১. شرك الدعوة -শিরকুদ দাওয়া তথা, আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে ডাকা।
২. شرك النية و الإرادة و القصد -শিরকুন্ নিয়ত ওয়াল ইরাদাহ তথা, নিয়তের মাঝে শিরক করা ।
৩. شرك الطاعة -শিরকুত্ তাআত তথা, আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক করা।
৪. شرك المحبة -শিরকুল মুহাব্বত তথা, ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক করা।

শিরকে আসগার: ঐ সকল বিষয় যার মাধ্যমে শিরকে আকবরের সূচনা হয়। যেমন- রিয়া, অহংকার, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা এবং এ রকম বলা, ما شاء الله و شئت 'আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও' কিংবা أنا متوكل على الله و عليك 'আমি আল্লাহ ও তোমার উপর ভরসা করি।' এ রকম আরো অনেক বিষয় যার থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন। যেহেতু এর থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন আর অনেক সময় এরকমটা মানুষের থেকে ঘটে থাকে; তাই এর কাফফারা স্বরূপ এই দোআ পড়তে হবে,

اللهم إني أعوذبك أن اشرك بك شيئا أعلمه و أستغفرك مما لا أعلم

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জ্ঞাতসারে কোন কিছুকে আপনার সাথে শরিক স্থির করা থেকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি অজ্ঞতাবশত- কৃত শিরক থেকে।'

অষ্টম মাসআলা: কুফরের প্রকারসমূহ

কুফর দুই প্রকার: এক. কুফরে আকবর; দুই. কুফরে আসগর।
কুফরে আকবর মানুষকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কুফরে আকবর পাঁচ প্রকার:
১. **كفر التكذيب** কুফরে তাকজীব তথা, মিথ্যাচারপূর্ণ কুফর।
২. **كفر الإباء و الاستكبار** কুফরে ইবা ওয়া ইস্তিকবার, অহংকার প্রদর্শনমূলক কুফর।
৩. **كفر الشك** কুফরে সাক্- সন্দেহ মূলক কুফর।
৪. **كفر الإعراض** কুফরে ই'রাজ, প্রত্যাখ্যান মূলক কুফর।
৫. **كفر النفاق** কুফরে নিফাক, কপটতাপূর্ণ কুফর।

কুফরে আসগর মানুষকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে না। আর এটা হল নিয়ামতের কুফুরি তথা, নিয়ামতকে অস্বীকার করা। এর দলিল, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾

'আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আস্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির।' -সূরা নাহল: **১১২**

নবম মাসআলা: নিফাক ও নিফাকের প্রকারসমূহ

নিফাক দুই প্রকার: এক. **النفاق الاعتقادي** -নিফাকে ইতিকাদী; দুই. **النفاق العملي** -নিফাকে আমালী।
নিফাকে ইতিকাদী বলা হয় অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করা। এটা ছয় প্রকার। এই প্রকারের মুনাফিক জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন-
১. রাসূল সা. কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা।
২. রাসূল সা. যে দীন নিয়ে এসেছেন তার কিছুমাত্র অস্বীকার করা।
৩. রাসূল সা. কে ঘৃণা করা।
৪. রাসূল সা. যে দীন নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশকেও ঘৃণা করা।
৫. দীনের কোন ক্ষতি হলে খুশি হওয়া।
৬. দীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

নিফাকে আমালী: এটা নির্দিষ্ট কিছু কাজের মাধ্যমে সঙ্ঘটিত হয়। এর কারণে মানুষ কাফের হবে না এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না; বরং সে মুসলমান হিসেবেই গণ্য হবে। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। তবে সে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে না। এই প্রকার নিফাকের আলামত পাঁচটি:
১. কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলা।
২. ওয়াদার খেলাফ করা।
৩. আমানতের খেয়ানত করা।
৪. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।
৫. বিবাদের সময় অশ্লীল কথা বলা।

দশম মাসআলা: তাগুতের অর্থ এবং তার প্রধান প্রকারসমূহ

মহান রাব্বুল আলামীন বনী আদমের উপর সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাগুতকে অস্বীকার করা ফরজ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

'আমি প্রত্যক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত তেকে বেঁচে থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।' -সূরা নাহল: ৩৬

আল্লাহ তাআলার উপর ঈমানের অর্থ হল, অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল থাকতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা একমাত্র মাবূদ ও ইলাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ বা ইলাহ নেই। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকারের ইবাদত একমাত্র তাঁর জন্যই করতে হবে; অন্য কারো জন্য নয়। কারো প্রতি মহব্বত একমাত্র তাঁর জন্যই হবে, কাউকে ঘৃণা করা; সেও তাঁর জন্যই হতে হবে।

আর তাগুতকে অস্বীকারের অর্থ হল- গায়রুল্লাহর পূজা-অর্চনা পরিপূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, তাগুতের অনুসারীদের কাফের ও শত্রু মনে করা।

তাগুতের সংজ্ঞা: তাগুতের আভিধানিক অর্থ, সীমালঙ্ঘনকারী। আর পারিভাষিক অর্থ: **الطاغوت : هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.** 'অর্থ, যার কারণে বান্দা (আল্লাহর) সীমালঙ্ঘন করে। তারা প্রত্যেকেই তাগুত। চাই সে মাবূদ হোক বা মাতবূ (অনুসরণীয় কেউ) কিংবা মুতা' (যার আনুগত্য করা হয়)।

মাবূদ (যার ইবাদত করা হয়) এর উপমা হল: জিন শয়তান; যারা কিছু মানুষকে তাদের ইবাদতের বিনিময়ে জাদু শিক্ষা দেয় আর এর কারণে মানুষও তাদের ইবাদত করে। এছাড়া চার্চ, গির্জা বা মন্দিরে যে সকল মূর্তির পূজা করা হয় এসব কিছুই তাগুত। এ ছাড়াও অন্য সকল ব্যক্তি বা বস্তু যাদের ইবাদত করা হয় তারাও তাগুত।

মাতবূ (অনুসরণীয় কেউ) এর উপমা: বর্তমানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, আমীর-উমারা– যারা তাদের জনগণ বা অধীন লোকদের আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত মানবরচিত আইন-কানুনের নিকট বিচার চাওয়ার নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে যারা শরয়ী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জনগণও তাদের মান্য করে।

মুতা (যার আনুগত্য করা হয়) এর উপমা: যেমন ধর্ম যাজক, পাদ্রী, সন্ন্যাসী ও ওলামায়ে সূ- যারা আল্লাহ তাআলার হালালকৃত বিধানকে হারাম করে এবং হারামকৃত বিধানকে হালাল করে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা হয়।

প্রত্যেক তাওহীদে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমানকে আল্লাহ ব্যতীত এ সকল মাবূদ, মাতবূ ও মুতাকে অস্বীকার করে তাদের এবং তাদের অনুসারীদের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে এবং তাদের ঘৃণা করতে হবে। আর এটাই হল মিল্লাতে ইব্রাহীম। যে তা থেকে বিমুখ হল সে নিজেকে ধ্বংসে পতিত করল। এটাই হল উত্তম আদর্শ- যার প্রতি আল্লাহ তাআলা আমাদের উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

'তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।' -সূরা মুমতাহীনা: ৪

মিল্লাতে ইব্রাহীমের আরেকটি দাবি হল: আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য তাগুত এবং তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ۞ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

'যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক তাগুতের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।' -সূরা নিসা:৭৬

তাগুত অনেক। তন্মধ্যে প্রধান পাঁচ প্রকার নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. শয়তান তাগুত। সে মানুষকে গায়রুল্লা-র ইবাদতের দিকে ডাকে। এর দলিল কোরআনের আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

'ওহে বনী আদম! আমি কি তোমাদের থেকে এ প্রতিজ্ঞা নেইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' -সূরা ইয়াসিন: ৬

সুতরাং শয়তানই হল সবচেয়ে বড় তাগুত। কেননা সে সব সময় মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তেমনি কিছু মানব শয়তান এমন আছে যারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে শয়তানের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং তারাও তাগুত এবং শয়তানের মতই বড় তাগুত।

২. আল্লাহর হুকুম পরিবর্তনকারী জালেম শাসক তাগুত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।' -সূরা নিসা: ৬০

৩. যারা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন সংবিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচলনা করে তারা তাগুত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

'যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।' *-সূরা মায়েদা: ৪৪*

সুতরাং, যে সকল হাকীম বা কাজী আল্লাহর হুকুম ব্যতীত অন্য কোন মানবরচিত সংবিধান অথবা কোন গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী দুই বাদী ও বিবাদীর মাঝে বিচার করে তারা আল্লাহর দীন থেকে মুরতাদ হয়ে তাগুতে পরিণত হবে। অতএব, যে সকল বিচারক আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ভিন্ন কোন নীতিমালার আলোকে বিচার কার্য পরিচালনাকে হালাল মনে করবে, কোরআন সুন্নাহর বিধানকে আবশ্যক মনে না করবে- তারা কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে। এবং বাদী বিবাদীর মধ্য থেকে যারা এ বিশ্বাস লালন করে তাদের কাছে বিচার চাইবে তারাও কাফের। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' -সূরা নিসা: ৬৫

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাদের ঈমানকে অস্বীকার করেছেন। কেননা তারা আল্লাহর আইনকে নিজেদের মাঝে বিচারের মানদণ্ড বানায়নি; বরং তারা তাগুতদেরকে বিচারক বানিয়েছে।

৪. যে ব্যক্তি দাবি করে যে সে গায়েব জানে সে তাগুত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾

'বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।' -সূরা নামল: ৬৫

সুতরাং যারা গায়েব জানার দাবি করবে তারা তাগুত। কারণ তারা স্পষ্টভাবে কুরআনের অস্বীকার করেছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক হল- যারা গায়েবের ইলম জানার দাবিকরে তাদের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিবে। যেমন- জাদুকর, গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি লোকদের দাবি কখনই বিশ্বাস করা যাবে না। রাসূল সা. বলেন,

من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

'যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট গেল এবং তাদের কথা বিশ্বাস করল সে মুহাম্মদ সা. এর উপর নাযিলকৃত ওহী অস্বীকার করল।' -আহমদ

৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্য যার ইবাদত করা হবে এবং সে তার ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট, অথবা যে মানুষদেরকে তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে সেও তাগুত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾

'তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।' -সূরা আম্বিয়া: ২৯

কেননা ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক। কারো এই অধিকার নেই যে, সে নিজের জন্য সেই ইবাদত দাবি করবে যা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হক অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সেই ইবাদত দাবি করবে। যে ব্যক্তি এমনটি করল, অথবা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তার ইবাদতের প্রতি সে সন্তুষ্ট, সে তাগুত।

মানুষ কখনও ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তাগুতকে অস্বীকার করবে। এর দলিল আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

'দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।' -সূরা বাকারা: ২৫৬

রাসূল সা. এর ধর্মই হল সঠিক ধর্ম। আর আবু জাহেলের ধর্ম হল ভ্রষ্ট ধর্ম। আর 'উরওয়ায়ে উছকা' তথা শক্ত হাতল বা তাওহীদ **لاإله إلا الله**। বান্দা কখনই শক্ত হাতল আঁকড়ে থাকতে পারবে না যতক্ষণ না তার মধ্যে দুইটি গুণ পাওয়া যায়। এক. **الكفر بالطاغوت** তাগুতকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করা; দুই. **الايمان بالله** আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ ঈমান আনা।

তাকফীরের মূলনীতি

তাকফীরের মূলনীতি পূর্বে ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত তাকফীরের মৌলিক কথা বলে নেয়া প্রয়োজন মনে হচ্ছে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. 'ইকফারুল মুলহিদীন' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'জরুরিয়্যাতে দীন তথা, দীনের ঐ সকল বিষয়, যেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং 'তাওয়াতুর' তথা, ধারাবাহিক-সূত্রে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ। এমনকি উম্মাহর আলেম শ্রেণী থেকে শুরু করে সাধারণ মুসলমানও এ ব্যাপারে অবগত। যেমন, তাওহীদ তথা, একত্ববাদ, নবুয়্যত, খতমে নবুয়্যত, হাশর-নাশর, নামাজ- রোজা, যাকাত, মদ, সূদ হারাম হওয়া ইত্যাদি। এ সব বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তদ্রুপ 'শেআরে দীন' তথা, দীনের প্রতীক যেমন- আল্লাহ, রাসূল, মসজিদ, মাদরাসা, দাড়ি, টুপি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা সর্বসম্মতভাবে কুফরা।

নির্দিষ্টকরে কাউকে কাফের বলার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

শরীয়তে যে সকল বিষয়কে কুফরের আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে সব গর্হিত কাজে কেউ লিপ্ত হলেই তাকে নির্দিষ্ট করে কাফের বলা যাবে না, যদি তার মধ্যে অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যায়। নিম্নে তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল।

১. শরীয়তের বার্তা না পৌঁছা। অর্থাৎ, যার কাছে এখনো শরীয়তের কোন আহ্বান না পৌঁছার কারণে সে ঐ কুফুরীকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। দলিল-দস্তাবেজ উপস্থাপনের পূর্বে তাকে কাফের বলা যাবে না।
২. শরীয়তের কোন নস-এর ভুল ব্যাখ্যা করা বা উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করা। আর নসটিও এমন যে, শাব্দিকভাবে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে।
৩. নওমুসলিম হওয়া। কারণ, একজন নওমুসলিমের জন্য দীনের আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় অবশ্যই প্রয়োজন।
৪. অনিচ্ছাকৃত ভুল। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কাউকে কাফের বলা যাবে না।
৫. বাধ্য হয়ে করা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল- যাকে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সে অন্তর থেকে কুফরীবাক্য বা কাজ না করতে হবে। শরয়ী বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, জরুরিয়্যাতে-দীন তথা, দীনের অকাট্য-প্রমাণিত বিষয়ে অজ্ঞতা কোনভাবেই ধর্তব্য হবে না।

স্মর্তব্য: ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত অতীব প্রয়োজনীয় কিছু কথা এখানে উল্লেখ করা হল। সাধারণ মুসলমানদের এ বিষয়ে সচেতন করাই হল মূল উদ্দেশ্য। এ সব বিষয়ে বিস্তারিত বিধান জানতে হলে অবশ্যই খোদাভীরু, বিজ্ঞ আলেমগণের দারস্থ হতে হবে। বিশেষ করে, তাকফীরের মাসআলায় সর্তক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির প্রান্তিকতামুক্ত মধ্যপন্থা অবলম্বনই ঈমানের দাবি।

গ্রন্থপুঞ্জি

১. আকীদাতুত ত্বহাবী। -ইমাম ত্বহাবী রহ.
২. আত্-তাওহীদ। -ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.
৩. আল-আকীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ। -শায়েখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ.
৪. ইকফারুল মুলহিদীন। -আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.
৫. কিতাবুত্ তাওহীদ। -শায়েখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ.
৬. কালিমাতুত্ তাওহীদ। -শায়েখ হারেস আন-নায্যারী রহ.
৭. আত্-তাওহীদ ওয়াশ শিরক ওয়া আকসামুহুমা।-আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী দাঃবাঃ